ভোরের কাগজ

তারিখ DEC. 18 1999
পৃষ্ঠা ৫ ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অতীত ও বর্তমা

অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলী

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই এ উপমহাদেশ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনায় কম্পিত ও কল্লোলিত এবং কখনো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে উচ্চকিত; আবার কখনো সংগ্রাম অর্জিত সাফল্যে প্রশান্ত ও তৃপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার কেন্দ্রভূমিই শুধু নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে সব সময় আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই ডিসেম্বরে ৭৮ বছর অতিক্রম করে ৭৯-তে পদার্পণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দীর্ঘ ইতিহাস এবং এর দূরপ্রসারী অর্জনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে তিনটি পর্যায়ে উল্লেখ করা যায়।

প্রথম পর্যায় (১৯২১-১৯৪৬)

এ পর্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মকাল হিসেবে চিহ্নিত হলেও এই ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে একটি শিশুপ্রতিষ্ঠান ক্রমশ মহীরুহে, এ দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২১ সালের ১ জুলাই মাত্র তিনটি অনুষদ (কলা, বিজ্ঞান ও আইন) ১২টি বিভাগের (সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজি, শিক্ষা, ইতিহাস, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, ফার্সি ও উর্দু, দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও আইন) সমন্বয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পর্বে শিক্ষকমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০; কিন্তু তাদের মধ্যেই সমাবেশ ঘটেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এফ সি টার্নার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জি এইচ ল্যাংলি, হরিদাস ভট্টাচার্য, ডব্লিই এ জেনংকিন্স, রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ এফ রহমান, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কৃতী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির। সূচনা পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল যুক্তরাজ্যের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুরূপ: প্রধান কর্তৃপক্ষ ও একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো (কোর্ট, একজিকিউটিভ কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল ও অনুষদ)-আশ্রয়ী। পূর্ববাংলার ক্রমবর্ধমান শিক্ষা চাহিদা পূরণে আত্মপ্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত কাঠামো সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে ১৯২৬ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়। এ বছর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫২ একর জমি দান করেন। এই ছয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪৭-এ উন্নীত হয়। ছাত্ররা মূলত ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল— এই তিন আবাসিক হলেই অবস্থান করতো। ১৯৪০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় ফজলুল হক মুসলিম হল। এ সময় আরো দু'টি নতুন বিভাগ (জীববিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান) খোলা হয়। ১৯৪৬ সালে তিনটি নতুন অনুষদ (শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কৃষি) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে খোলা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় সহাসমরের আর বাংলাদেশের ইতিহাসে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র-মানসের সংকট ও সম্ভাবনায় কখনো আহত ও স্পৃষ্ট হয়েছে; কখনো আবার সংকট উত্তরণের দিকনির্দেশনা দান করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বারুদের দূরাগত গন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছেছে। সামরিক হাসপাতাল স্থাপনের লক্ষ্যে শহীদুল্লাহ মুসলিম হল ও কলাভবন হুকুম দখল করা হয়েছে এবং বন্ধ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক কার্যক্রম। যুদ্ধ-সৃষ্ট মন্বন্তরে আচ্ছন্ন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। বস্তুত, ১৯২১ থেকে ১৯৪৬— এই ২৫ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে প্রদীপ্ত যৌবনে রূপান্তরিত হওয়ার সময়।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট উপমহাদেশের দীর্ঘকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে, সৃষ্টি হয় নতুন দুটি রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারত। পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ। স্বভাবতই ঢাকা শহর পরিণত হয় প্রাদেশিক রাজধানীতে। নতুন রাষ্ট্রের নবযাত্রার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় নতুন দায়িত্ব। '৪৭ পূর্বকালে অধিভুক্ত কলেজ ছিল মাত্র একটি কিন্তু এখন পূর্ববাংলার মোট ৪৮টি কলেজই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্ব থেকে আর একক শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান থাকলো না; তা একই সঙ্গে হয়ে উঠলো শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্ববাংলার অধিবাসীরা যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় উজ্জীবিত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিভোর হয়েছিল, মাত্র এক বছরের ব্যবধানেই তারা সে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আহত হয়। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন : উর্দু এবং কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের এ ঘোষণা পূর্ববাংলার সচেতন জনগণ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাগ্রত ছাত্রসমাজ মেনে নিতে পারেনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ছাত্ররা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ১৯৫২-র ভাষা শহীদদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত।

ঢাকা প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ভবন সরকারি মন্ত্রী, অফিসার ও অফিসের ব্যবহারের জন্য সরকার অধিগ্রহণ করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। এ পরিস্থিতিতে ১৯৫০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা তেমন প্রসারিত হয়নি; মাত্র দুটি হল (ইকবাল হল ও রোকেয়া হল) প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তা সীমিত থাকে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে জারি করা হয় সামরিক আইন। সেনা শাসনের জবরদস্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আঘাত করে। ১৯৬১-তে প্রবর্তিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ; পরিবর্তিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো। সিন্ডিকেট ও ডিন নির্বাচনের পূর্বপদ্ধতি পরিত্যাগ করে উপাচার্যকে দেওয়া হলো ডিন নিয়োগের একক ক্ষমতা। আইয়ুবি সামরিক শাসনে এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা ছাড়া শিক্ষকদের চাকরির শর্তে আরোপ করা হলো সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। অনিবার্যভাবেই অসন্তোষ ও প্রতিবাদ ঘনীভূত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও দেশের সচেতন নাগরিকবৃন্দ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১' বাতিলের দাবি জানালেন। আইয়ুবি দশকের যাঁতাকল সত্ত্বেও দেশবাসী ও ছাত্রসমাজের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত ও আবাসিক বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়; নির্মিত হয় কলাভবন, সায়েন্স এনেক্স ভবন, প্রশাসনিক ভবন, গ্রন্থাগার ভবন, সূর্যসেন হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও শামসুন নাহার হল এবং প্রতিষ্ঠিত হয় চারটি ইনস্টিটিউট (শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট ও খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট) ও ১৫টি নতুন বিভাগ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ প্রাণরসায়ন, ফলিত পদার্থ ও ভেষজবিদ্যা বিভাগ

১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক অসন্তোষ গণঅভ্যুত্থান আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্র গতির সঞ্চার ও আমাদের স্বাধিকার অর্জনে আ আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালে পরিণত হয় সকল স্বদেশী আন্দোলন কেন্দ্রবিন্দুতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ অর্থনীতিবিদ ড. মজহারুল হক, অধ্যাপক আব রাজ্জাক, অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রমুখ বি সভা ও বিবিধ আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূ পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য ও বঞ্চ ধারাবাহিক ও বাস্তবিক তথ্য উপস্থাপনের ব বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প জনমত সৃষ্টি করেন।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আই খানের পতন হয়। এ জাগরণ আমা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে গতির সঞ্চার ও আমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল একটি ব্রত- 'ট্রুথ শ্যাল প্রিভেইল'। এ ঘোষণা প্রতীকী, নানা অর্থে ও ব্যঞ্জনায় তৎপর্যময়। জ্ঞানই সত্য, মেধা ও মননের চর্চার মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধান ও সত্য প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মানবিক দায়িত্ব।

অধিকতর আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ঢা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় আন্দোলা কেন্দ্রবিন্দুতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমা নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয় লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা। কি পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙালিদের কাছে ক্ষ হস্তান্তর করে না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতি করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। জাতির ঐ স্ফটিকসংহত ঐক্যের দিনগুলোতে ঢ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় চেতনা ও প্রত্যাশার স অভিন্ন ও একাত্ম হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যা প্রাঙ্গণেই প্রথম উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাং পতাকা। ক্রমে নেমে আসে ১৯৭১-এর ঐ কালরাত্রি। পাকিস্তানি নরঘাতকদের আক্রমা শিকার হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গবন্ধু ঘো করলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। শুরু মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছ কর্মকর্তা-কর্মচারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে (১৪ ডিসে পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর আল-বদর, অ শামস, রাজাকার বাহিনীর হাতে শহীদ হ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন মেধাবী শিক্ষক।

তৃতীয় পর্যায় (১৯৭১-বর্তমান কাল)

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বা আত্মসমর্পণ করে, বাংলাদেশ হয় শত্রুমুক্ত, প্র অর্থেই স্বাধীন ও সার্বভৌম। বাঙালি জাতির হা বছরের এই শ্রেষ্ঠ অর্জনের সঙ্গে সূচিত হয় ঢ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবতর অভিযাত্রা। নতুন প্রেরণ প্রত্যাশাকে অঙ্গীকার করে শুরু হয় ঢ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। পাকিস্তানি হানা বাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনসমূহের পুনর্নি ও মেরামত, আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, শ পরিবারসমূহের সহযোগিতা দানের পাশাপ শিক্ষাকার্যক্রমকে সময়োপযোগী ও আধুনিক ক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নই হয় স্বাধীন উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এই লক্ষে ১৯৭৩-এ প্রবর্তিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আ (১৯৭৩)। গণতান্ত্রিক চেতনার পুনরুজ্জী নির্বাচনের মাধ্যমে সিনেট, সিন্ডিকেট একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও ডিন নির্বাচন

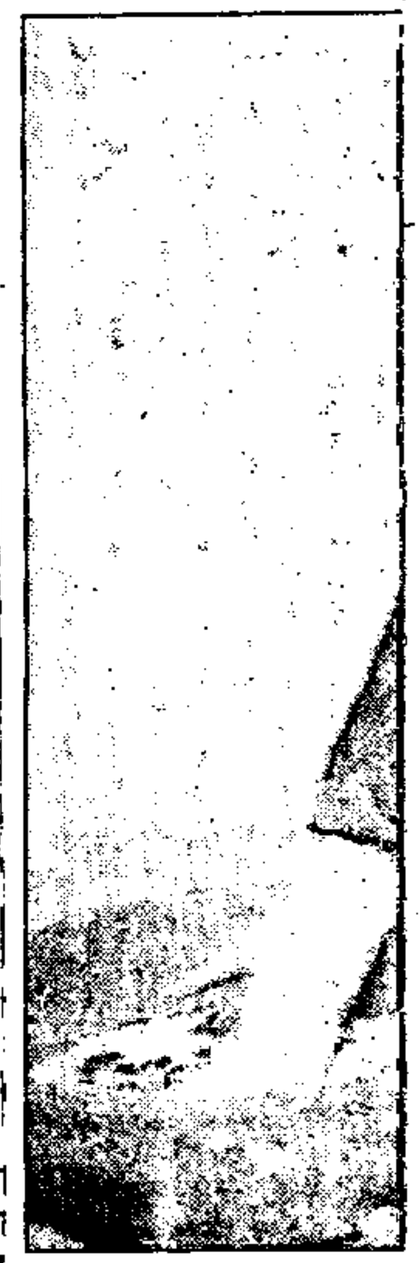

লেবুর রস এবং মধু এক স মাস্ক তৈরি করুন। সপ্তাহে দিন লাগাতে পারেন। এ মাস্ক ত্বককে নরম করতে এবং উ করতে সাহায্য করবে।
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো শীতকালে ত্বক কালচে হয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আপনি করতে পারেন—
এক টি টম্যাটোর সঙ্গে ১ চা এক চামচ লেবুর রস একস মুখে, হাত-পায়ে লাগাতে প একটি আলু থেতো করে এ আলুর রসের সঙ্গে এক চামচ রস। এক চামচ দুধের শর কয়েক ফোটা লেবুর রস মি লাগাতে পারেন। ব্যবহার ক আপনার ত্বক উজ্জ্বল হয় কি এ ছাড়াও পুরো শরীরের জন তৈরি করতে পারেন। গোছ গাজর কোরানো শশা কোরা

এনসিসি ব্যা

এখন পৃথিবীর যেকোনো জা আপনার প্রিয়জনের কাছ থে পারেন এক ত্বরিত উপহার। ক্রেডিট এন্ড কর্মাস ব্যাংক লি (এনসিসি ব্যাংক) বিশ্ব বিখ্যা মানি ট্রান্সফার সার্ভিসের সঙ্গে মিলিয়ে আপনাকে দিচ্ছে এ সুযোগ।
মানিগ্রাম সার্ভিস কী?
মানিগ্রাম সার্ভিস দ্রুত, সহজ মুদ্রা পাঠাবার এক নির্ভরযোগ্য
টাকা পাওয়া যাবে কি মানিগ্রাম-এর মাধ্যমে পাঠানে